গাংনীর মাঠ থেকে কৃষকের মরদেহ উদ্ধার। স্ত্রীর দাবী হত্যা

গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর মাঠ থেকে জগত আলী (৫০) নামের এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। জগত আলী গাংনী উপজেলার অমতৈল মানিকদিয়া গ্রামের কিয়ামত আলীর স্ত্রী।

আজ রবিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে কৃষকরা তার মরদেহ দেখে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল রিপোর্ট তৈরী করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তবে, নিহতের স্ত্রী হালিমা খাতুনের দাবী জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে তার ভাসুর আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল গাফফার ও আব্দুল জব্বার তাকে হত্যা করতে পারেন। কিছুদিন আগে গাফ্ফারের বোন ও অন্য একজনের কাছ থেকে ৮ কাঠা করে মোট ১৬ কাঠা জমি কিনেছিলেন তার স্বামী জগত আলী। সেই কেনা জমি নিয়ে প্রায় ৩ মাস যাবৎ গাফ্ফারের সাথে গ্যানজাম চলে আসছে। কিছুদিন আগেও একবার জগত আলীকে মারধর করেছিলো গাফফার ও জাব্বার। ১০ দিন আগে থেকে তাকে হত্যা করে লাশ ভারতে ফেলে আসবে বলেও হুমকী দিচ্ছিল তারা। এসব অভিযোগ হালিমা খাতুনের।

হালিমা খাতুন আরো বলেন, আজ সকালে মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে জমির দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন জগত আলী। পরে মাঠে তার লাশ দেখে কৃষকরা খবর দেন।

তিনি বলেন আমার স্বামী কেনা এই ১৬ কাঠা জমিতে সরিষা বুনেছিলেন। সেখানে গাফ্ফার ও জাব্বারও ভূট্টা লাগিয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বিরোধপূর্ণ জমির উপরেই জগতের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে তার বাড়ি ও স্থানীয় হেমায়েতপুর পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেওয়া হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, জগত আলীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যেহেতু তার স্ত্রীর দাবী তাকে হত্যা করা হয়েছে। তাই মরদেহটি ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।
এদিকে খবর পেয়ে মেহেরপুর পুলিশের এএসপি সার্কেল ঘটনাস্থলে পৌছেছেন।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

২ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী হায়াত আলী (৩৫) কে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) একটি টিম।

আটক হায়াত আলী মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা গ্রামের হিসাব আলীর ছেলে।
শুক্রবার দুপুরে ডিবি পুলিশের পরিদর্শক রত্নেশ্বর মন্ডলের নেতৃত্বে এসআই বিশ্বজিৎ সরকার এসআই শাহিনুর রহমান এসআই হেলাল সঙ্গীয় ফোর্স সহ মেহেরপুর বুড়িপোতা সড়কে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

ডিবি পুলিশের পরিদর্শক রত্নেশ্বর মন্ডল বলেন মেহেরপুর-বুড়িপোতা রাস্তায় মোদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অবস্থান নেয়া হয়। এসময় ইজিবাইকে মাদক ব্যবসায়ী হায়াত আলী যাচ্ছিল। এসময় ওই ইজিবাইকটি তল্লাশী করার সময় সে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় তাকে আটক করা হয়।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় ডিবি পুলিশ বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে সাত জুয়াড়ী আটক

গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৭ জুয়াড়ীকে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ফাড়ির সদস্যরা।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা গাংনী উপজেলার নওদা-মটমুড়া গ্রামে জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে নগদ ১২ হাজার ৩৬০ টাকা ও জুয়া খেলার তাস উদ্ধার করা হয়েছে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই ইসরাফিল জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার মুটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া গ্রামের একটি রাইসমিলের মধ্যে জুয়া খেলা হচ্ছে। সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সময় ৭ জনকে আটক করা হয়েছে।

আটক কৃতরা হলো, গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে মুনতাজ আলী, কালি গাংনীর আবুল কাশেমের ছেলে মানিক হোসেন, রামনগর গ্রামের আজমত আলীর ছেলে হাফিজুর রহমান, গাংনী বাজার পাড়ার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে বাদশা, রামনগর গ্রামের খেজমত আলীর ছেলে আশাদুল হক, চরগোয়াল গ্রামের সামছদ্দিন মন্ডলের ছেলে ইনজাল হোসেন ও সদর উপজেলার মদনা গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে জাফর আলী। আটক কৃতদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতে প্রেরন করা হবে।

কার্পাসডাঙ্গায় ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ জন আটক

দামুড়হুদা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আহসান হাবিব ও আব্দুল মান্নান নামে দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ এর দিক নির্দেশনায় আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা গ্রামস্থ ডন ইট ভাটার সামনের পাকা রাস্তা থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই আতিকুর রহমান জুয়েল এর নেতৃত্বে এএসআই মসলেম উদ্দিন, এএসআই জাহিদুল ইসলাম সহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স নিয়ে কার্পাসডাঙ্গা গ্রামস্থ ডন ইট ভাটা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন অভিযান পরিচালনা করে ৩৫ বোতল ফেনসিডিল সহ দুইজনকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামের জামাত আলীর ছেলে আহসান হাবিব (৩০) ও একই গ্রামের আলী আহম্মেদের ছেলে আব্দুল মান্নান (৩৫)কে আটক করে পুলিশ। আটককৃত আসামিদের কাছ থেকে ৩৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে আসামিদের দামুড়হুদা মডেল থানায় সোপর্দ করে। এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রুজু হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, ফেনসিডিল সহ দুই জন আটক হয়েছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে, আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছেl

মেহেরপুরে হেরোইন মামলায় মাদক ব্যবসায়ীর যাবজ্জীবন

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মতিয়ার রহমান নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। একই সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আরো ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

দন্ডিত মতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের আনোয়ার

হোসেনের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় সে পলাতক ছিল।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় দেন। আটকের দিন থেকে তার সাজার মেয়াদ শুরু হবে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৩ সালের ৬ আগস্ট র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৬) গাংনী ক্যাম্পের একটি দল গোপন সংবাদে বামন্দী পেট্রোল পাম্পের কাছ থেকে মতিয়ার রহমান কে আটক করেন। এ সময় তার কাছ থেকে ৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের সদস্য বাদী হয়ে ১৯৯০ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) ধারার টেবিল ১(খ) ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার সেশন নং-১৪৭/১৩।জি আর কেস নং-৫০৬/১৩। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলায় ১০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে আসামি দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। মামলা রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজি শহীদ কৌশলী ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ২০ কেজি ওজনের গাঁজার গাছসহ আটক ১

আলমডাঙ্গার ভোগাইল বগাদী গ্রাম থেকে ২০ কেজি ওজনের গাঁজার গাছ সহ শিপন মাহমুদ (২৮) কে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ শে অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাঁজার গাছটি উদ্ধার করে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদী গ্রামের ফজলু হকের ছেলে শিলন মাহমুদ।

সে পেশায় একজন দিনমজুর। দীর্ঘদিন যাবৎ ভোগাইল বগাদী গ্রামের

মাঠে পান বোরজের চাষ করে। দুর্গম মাঠ হওয়ায় পান বরজের পাশে গাঁজার চাষ করে। প্রায় ২০ কেজি ওজনের গাঁজার গাছটি আনুমানিক মূল্য ৮০ হাজার টাকা।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাঁজার গাছ উদ্ধার করে। এসময় পান বোরজ থেকে গাঁজা চাষীকেও আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে হিরণ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

জ্ঞাত আয় বহির্ভুত সম্পদ অর্জনের দায়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পোড়াহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরণের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ঝিনাইদহ সমন্বিত অফিসের উপ-পরিচালক জাহিদ কামাল মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) বাদী হয়ে মামলাটি করেন। দুদকের ঝিনাইদহ অফিস স্থাপনের পর এটিই প্রথম মামলা। মামলায় উল্লেখ করা হয় আসামী শহিদুল ইসলাম হিরণ এক কোটি ৩৩ লাখ ৯৪ হাজার ৩৩৩ টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন।

এজাহার সুত্রে জানা গেছে, শহিদুল ইসলাম হিরণ ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০৩ সাল এবং ২০০৯ সাল থেকে অদ্যবধী পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৯ নং পোড়াহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব পালনকালে তিনি নিজে ও তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের নামে ১৮ লাখ ৫৭ হাজার ৪৩৩ টাকার জমি এবং এক কোটি ২০ লাখ টাকা মুল্যমানের বাড়ি নির্মানসহ এক কোটি ৩৮ লাখ ৫৭ হাজার ৪৩৩ স্থাবর, গাড়ি ব্যাবসয়িক পুজি, ইলেক্টিক, ইলেকট্রনিকস ও আসবাবপত্রসহ মোট ২২ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ টাকার অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন।

এ সকল সম্পদ অর্জনের উৎস হিসেবে সম্মানী ভাতা, গৃহ সম্পত্তি, কৃষি ও জমি বিক্রিসহ বিভিন্ন খাত থেকে ৪৫ লাখ ৪৬ হাজার এক’শ

টাকার আয় পাওয়া যায়। পারিবারিকসহ অন্যান্য খাতে শহিদুল ইসলাম হিরনের ব্যয় পাওয়া যায় ১৬ লাখ ৬ হাজার ৪৩০ টাকা। আয় থেকে তার ব্যয় বাদ দিলে তার সঞ্চয় থাকে ২৯ লাখ ৩৯ হাজার ৬৭০ টাকা। যার বিপরীতে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ পাওয়া যায় এক কোটি ৬১ লাখ ৩৪ হাজার ৩ টাকা।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়, এ ক্ষেত্রে তার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে এক কোটি ৩৩ লাখ ৯৪ হাজার ৩৩৩ টাকার অসঙ্গতিপুর্ন ও জ্ঞাত আয়ের উৎস্য বহির্ভুত সম্পত্তি পাওয়া যায়, যা তিনি দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জন করেছেন বলে প্রাথমিক ভাবে প্রতীয়মান হয়। ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ২০০৪ এর ২৭ (১) ধারায় অপরাধ করায় এ মামলা দায়ের করা হয়।

উল্লেখ্য এর আগে প্রথম অনুসন্ধান কর্মকর্তা ছিলেন দুদকের যশোর অফিসের সহকারি পরিচালক শহিদুল ইসলাম মোড়ল ও দ্বিতীয় অনুসন্ধান কর্মকর্তা হিসেবে সহকারি পরিচালক মোশাররফ হোসেন দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার বিষয়ে চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরন বলেন, একটি স্বার্থন্বেষী মহল দুদকের কাছে ভুল তথ্য দিয়ে একটি মামলা করেছে। আমি এর বিরুদ্ধে আইনগত ভাবে মোকাবেলা করব।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার মামলায় মাদক ব্যবসায়ী ছলিম উদ্দীন ওরফে
(৩৫) কে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাসের কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম এ রায় দেন।

দন্ডিত ছলিম উদ্দীন ওরফে কটা মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া

গ্রামের মৃত জোবান শেখের ছেলে। বিচার চলাকালিন সময়ে আসামি ছলিম উদ্দীন পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, তৎকালিন মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) পলাশ কুমার রায় সঙ্গীয় ফোর্সসহ ২০১৯ সালের ৩ জুলাই বিকালে গোপন সংবাদে অভিযানে বামনপাড়ায় তার নিজ বাড়িতে থেকে ছলিমকে গ্রেফতার করে।

এসময় তার লুঙ্গির ভিতর থেকে পলিথিনে মোড়ানো ৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এই হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ৮(গ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং ০৮, তারিখ ০৩/০৭/২০১৯ ইং। মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্তের পর আইও তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালতে চার্জশীট দাখিল করে। মামলায় ৯ জন স্বাক্ষী তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ছিলেন মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য ও আসামি পক্ষের কৌসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

উল্লেখ্য, দন্ডিত ছলিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য বিক্রির অভিযোগে ৭ টি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৫ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ ১৫ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৮ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৪ ও সিআর মামলায় ৩ জন আসামী রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকাল থেকে আজ বুধবার ভোররাত পর্যন্ত

জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
পুলিশ সুপার মো:রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।
পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে স্ত্রী হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যা

স্ত্রী সাবিনা খাতুনের হত্যার পর স্বামী বিদ্যুত হোসেনের আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার (২৬ অক্টোবর) বেলা দেড়টার দিকে বাড়ির পাশে জনৈক আনসার আলীর বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে আমিসহ একটি টিম ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছি। ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

স্থানীয়রা জানান, গতরাতের কোনো এক সময় বিদ্যুত তার পঞ্চম স্ত্রী সাবিনা খাতুন (৩২) কে মাথায় শক্ত কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠান।
নিহত সাবিনার মা নিছারননেছা জানান, গত তিনদিন সে তার শশুর বাড়ি কুমারীডাঙ্গা গ্রামে অবস্থান করছিল। গতকাল (মঙ্গলবার) সকালের

দিকে স্ত্রীসহ নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। পরে স্ত্রী সাবিনা খাতুন বাবার বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তার পিতার বাড়িতে ফোন করেন। বিকালের দিকে সাবিনা খাতুনের ভাইসহ পরিবারের অন্যান্য লোকজন সাবিনা খাতুনকে নিতে আসলে বিদ্যুত ও তার চাচাত ভাইরা মিলে সাবিনার ভাই ও আত্মীয় স্বজনকে মারধর করে তাড়িয়ে দেই। এঘটনার পর রাতেই সাবিনাকে নির্মমভাবে মাথায় আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে বিদ্যুত।

ইতোমধ্যে গ্রামের লোকজন স্বামী বিদ্যুত হোসেনের সন্ধান করতে থাকে। হঠাৎ বাড়ির পাশে একটি বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান।
স্থানীয়দের ধারণা, বিদ্যুত তার স্ত্রীকে হত্যার পর গ্রেফতারের ভয়ে পালাতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, বিদ্যুত হোসেন বিগত চার বছরে কবিতা খাতুন, আখি খাতুন, জান্নাতুন নেছা, ইসমত আরা ও সবশেষে সাবিনা খাতুনকে বিয়ে করে।
তার শারীরিক সমস্যার কারণে তার চারটি স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। তার পঞ্চম স্ত্রীও তাকে তালাক দিতে চাওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে নিজেও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো বলে ধারণা করছেন এলাকাবাসি।

উল্লেখ্য, বিদ্যুত গত চার বছরে মোট ৫ জন নারীকে বিয়ে করলেও প্রতিটি স্ত্রী এক সপ্তাহ বা ১৫ দিন থাকার পর তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। সাবিনা খাতুনকে প্রায় ১ মাস পূর্বে বিয়ে করেন। এদিকে ঘটনাস্থলে মেহেরপুরের এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।